তারিখ 06 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

সমকাল

কোনো বাধা মানবো না

জেএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে ১১ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী

■ শৈবাল আচার্য্য, *চট্টগ্রাম*

তাদের কারও চোখে নেই আলো। কেউ আবার শোনে না। নিজেদের এত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও রয়েছে বই সংকট। নির্দিষ্ট সময়ে মেলেনি প্রয়োজনীয় শ্রুতিলেখকও। এত সংকটের মধ্যেও জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে এবারের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ১১ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী। নগরীর কয়েকটি বিদ্যালয় থেকে তারা পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অভিভাবকদের সহায়তায় তারা শিখেছে স্বপ্ন দেখতে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যেতে। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. আবদুস সামাদ জানান, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সময়ে বোর্ডের মাধ্যমে শ্রুতিলেখক পাওয়ার কথা থাকলেও তা পায়নি। কয়েকটি বিদ্যালয়ে ধরনা দিয়ে পরীক্ষা শুরুর কয়েক দিন আগে সবার জন্য শ্রুতিলেখক নিশ্চিত করতে পেরেছি। যদিও একজন ভালো শ্রুতিলেখকের ওপর শিক্ষার্থীদের ফল অনেকাংশে নির্ভর করে।' পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা শিক্ষার্থীরা হলো– মাহফুজা আক্তার, ফাতেমা বেগম, সরস্বতী দেবনাথ, রুমা আক্তার, মেহেরুন নেসা, শিল্পী আক্তার, মোহাম্মদ আবদুর রহমান, মো. হাসানুজ্জামান, মো. রাহী জী চৌধুরী, আনিকা তাহসিন ও রিপা আক্তার। তাদের মধ্যে চারজন জন্মান্ধ। অন্যরা দুর্ঘটনা ও অসুখের কারণে দৃষ্টিশক্তি হারায়। মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া এবারের জেএসসি পরীক্ষায় এসব পরীক্ষার্থী নগরীর রেলওয়ে সরকারি বিদ্যালয় সেন্টারে অংশগ্রহণ করে। শিক্ষকরা জানান, প্রতিবার পরীক্ষার সময় শ্রুতিলেখকের সংকটে পড়তে হয়। বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে শিক্ষক-অভিভাবকদের অনেক আকুতি করেও শ্রুতিলেখক পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থী মাহফুজা আক্তার বলে, 'পরীক্ষা শুরুর আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিতে সবাই যখন ব্যস্ত, তখন আমি ও আমার বাবা-মা শ্রুতিলেখক পাওয়া না পাওয়া নিয়ে টেনশনে। পরীক্ষা শুরুর মাত্র কয়েকদিন আগে শ্রুতিলেখক নিশ্চিত করতে পারি। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে।' অন্য পরীক্ষার্থী রাহী জী চৌধুরী বলে, 'পরীক্ষা শুরুর মাত্র তিনদিন আগে শ্রুতিলেখক পাই।

শ্রুতিলেখক নিয়ে পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে শিক্ষার্থীরা ■ সমকাল